দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 25 MAY 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্সড ডিপোজিট অর্ধেকই হাওয়া

বেতন বেড়ে সোয়া কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্সড ডিপোজিট প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। গত উপাচার্যের আমলে থাকা অর্ধশত কোটি টাকারও বেশি ফিক্সড ডিপোজিট এখন প্রায় ২৫ কোটি টাকার কাছাকাছি। অতিরিক্ত জনবলের ভারে নুয়ে পড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পুরনো স্কেলে বেতন বাবদ মাসিক ব্যয় এক কোটি ২৭ লাখ টাকা। উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদ যোগ দেবার আগে বেতন-ভাতা খাতে খরচ হতো ৩৫ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্সড ডিপোজিটের অঙ্ক প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, এটি টপ সিক্রেট বিষয়। এমনকি এটি কতটা কমেছে তা বলতে চাননি তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে কোষাধ্যক্ষ বলেন, জনবল নিয়োগের ফলে বেতন খাতে খরচ তো বেড়েছে, তবে তা এক কোটি

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

টাকার বেশি নয়।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক খরচ ও অপচয় অস্বাভাবিক বেড়েছে, অন্যদিকে কমছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর ফিসের বোঝা বাড়ছে, এর পাশাপাশি কমে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্সড ডিপোজিট। নতুন জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সঙ্কট বেড়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতি বছর কমে আসছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কয়েক বছর আগে যেখানে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৭৫ হাজার, সেখানে এখন এই সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজারে নেমে এসেছে। অন্যান্য স্তরেও শিক্ষার্থী সংখ্যা কমেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ বলেছেন, আর্থিক সঙ্কটে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং কোর্স ও কারিকুলাম বিভাগ এখন অতিরিক্ত ও অযোগ্য জনবলের ডাম্পিং প্লেস। এসব বিভাগে জনবল এত বেড়েছে যে, সবার বসার জন্য চেয়ার-টেবিল নেই, করিডরে হেঁটে বেড়ায় অনেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ কাজ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর সম্পন্ন করে থাকে। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকায় নির্মাণাধীন বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদও এই অধিদফতর তৈরি করে দিচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রকৌশল অধিদফতরে জনবল সাতজন থাকলেও বর্তমান উপাচার্যের আমলে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩০। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লানিং সেলে এখন জনবল প্রায় দেড় শ', আর কোর্স এ্যান্ড কারিকুলাম সেকশনে জনবল ১১ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২২৫-এ।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট জনবল নিয়ে ঢাক ঢাক গুড়গুড় মনোভাব রয়েই গেছে। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১১ দফা আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে প্রকৃত জনবল সংখ্যা জানতে পারেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় যোগ দিয়ে এই তথ্য আদায় করতে পারেননি উপাচার্যের কাছ থেকে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরীর সময়ে জনবল ছিল ৬৮০, এখন তা কাগজে-কলমে ১৭৫০। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা ২১ শতাধিক। সরকারের নীতি নির্ধারক, ছাত্রনেতাসহ প্রভাবশালীদের মুখ বন্ধ করার জন্য নিয়োগ ঘুষ অব্যাহত রয়েছে। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে দায়ের করা মামলায় বর্তমান উপাচার্যের আমলে নিয়োগ পাওয়া ৮৫৫ জনের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। কলেজ শিক্ষা আধুনিকায়ন, শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন লক্ষ্যহীন বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। ভুক্তভোগী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অনেকেই মনে করছেন, ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত কলেজ শিক্ষা এখনকার চেয়ে অনেক ভাল ছিল।